প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির আরএসএস সদর দফতরে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা জাফরের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে: প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আগামী ৭ জুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংঘ শিক্ষা ভাগ (এসএসভি'র) তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির থাকার কথা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে যেমন একথা স্বীকার করা হয়েছে, সেরকমই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আরএসএসের অখিল ভারতীয় প্রচারপ্রমুখ অরুণ কুমার। কুমার জানিয়েছেন, তাঁরা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তাঁকে তার 'মহানুভবতা' বলে উল্লেখ করেছেন কুমার। যদিও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির আরএসএসের অনুষ্ঠানে যাওয়ার বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখছে না কংগ্রেস। তারা এতদিন এই নিয়ে মুখ না খুললেও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা সি কে জাফর শরিফ বুধবার বলেছেন, 'মুখার্জি তাঁর অতীতকে অস্বীকার করতে পারেন না।'

প্রসঙ্গত, প্রণব মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ অনুরাগী সদস্য হলেও ২০১৭'র জুনে তিনি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে রাষ্ট্রপতি ভবনে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভাগবতকে আমন্ত্রণ নিয়ে সে সময় বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তবে আরএসএসের তরফে দাবি করা হয়েছিল, এটা নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ। ফলে কংগ্রেস বা আরএসএস কোনও পক্ষই আর এ নিয়ে বিবৃতির লড়াইয়ে যায়নি।

তবে তারও ২ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৫'র ডিসেম্বরে আরএসএস প্রধান তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন। ঠিক তার আগের দিনই বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ব্যাপকভাবে পরাজিত হয় মহাজোটের কাছে। এরপরই ভাগবতকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ জানানোয় বিজেপি নেতারা ভ্রু কুঁচকেছিলেন। অন্যান্য দলগুলিও বিষয়টির উপর নজর রাখছিল। তবে সে সময় আরএসএস নেতারা জানিয়েছিলেন, তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে দেওয়ালির অভিনন্দন জানাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন ভাগবত।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন ৮২। তিনি ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি। ২০১২ থেকে ২০১৭, এই পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে প্রণববাবুর প্রথম এবং প্রধান পরিচয় ছিল তিনি কংগ্রেসের নেতা। ১৯৬৯ সালে প্রণববাবু কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। সে সময়ই তিনি রাজ্যসভার নেতা নির্বাচিত হন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পুত্র রাজীবের সঙ্গেও প্রণববাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৮২ সালে তিনি প্রথম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হন। ১৯৮৪ পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারেও তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে সেটিই তাঁর শেষ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। ইউপিএ সরকারের সময়েই প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ই কেন্দ্রে সরকার বদল হয়। ক্ষমতায় আসে বিজেপি। এই সময় মোহন ভাগবতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। ২০১৭ সালের জুনে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রণববাবু এখন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। তবে নিয়মানুসারে তিনি কংগ্রেসের আর কেউ নন। কিন্তু প্রণববাবুর পুত্রকন্যারা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত।

তাঁর বড় ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের সাংসদ। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়ও কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। কংগ্রেসের একদা সক্রিয় নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় আরএসএসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় স্বভাবতই বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে কংগ্রেসের তরফে এখনও বিশেষ কেউ মুখ না খুললেও প্রবীণ নেতা সি কে জাফর শরিফ বুধবার তাঁর এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

শরিফ বলেন, কংগ্রেসের প্রাক্তন স্টলওয়ার্টের এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে সেরকমই বেদনাদায়ক। জীবনভর কংগ্রেস করার পর এখন তিনি তাঁর অতীতকে অস্বীকার করতে পারেন না বলেই মনে করেন জাফর শরিফ। কাছের মানুষদের কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি হঠাৎই সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা জাফর শরিফ।

যদিও আরএসএসের দাবি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একা নন, ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। নাগপুরে রেশমবাগে দলের সদর দফতরে অনুষ্ঠানটি হবে। আরএসএস নেতা রাকেশ সিনহা বলেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাগপুরের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এই বার্তাই দেশের মানুষের কাছে পাঠাবে যে, সব বিষয়টিই আরএসএস আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে। যদিও প্রশ্ন উঠেছে, আরএসএসের হিন্দুত্ব নীতির সমর্থক হয়ে গেলেন কি না প্রণববাবু তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

গাজিয়াবাদে আতঙ্ক, ২ বছরের শিশুকে ছিঁড়ে খেল একদল কুকুর

গাজিয়াবাদ, ৩০ মে: গাজিয়াবাদে ভয়ঙ্কর ঘটনায় ২ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এখানকার মোদীনগরের গোবিন্দপুরীর ভীমনগর কলোনিতে ২ বছরের একটি মেয়েকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে খায় একদল কুকুর। এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় স্থানীয় মানুষ তো বটেই, স্থানীয় প্রশাসনও বিস্মিত। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা কলোনির মানুষ কখনও ভাবেননি। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের দাবি, কলোনির মানুষের প্রশ্রয়েই দিনে দিনে কুকুরগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মোদীনগরের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট পবন আগরওয়াল জানিয়েছেন, সোমবার একদল পথকুকুর রীতিমতো দোতলায় উঠে শিশুটিকে টেনে কাছের একটি আখের খেতে নিয়ে যায়। তারপর সেখানেই শুরু হয় তাদের 'মহাভোজ'। শিশুটিকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে কুকুরগুলি। পরে ঘটনাটি জানাজানি হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। মোদীনগর পুরসভায় গিয়ে এদিন বিক্ষোভ জানান। তাঁরা দাবি করেন, শিশুটির মৃত্যুর দায়িত্ব নিতে হবে পুরসভাকে। এছাড়া পথের কুকুরগুলিকে দ্রুত ধরার জন্য অর্ডারও পাস করতে হবে। তবে এমনিতে তাদের ধরা কঠিন হওয়ায় ইতিমধ্যেই পুরসভা ট্রাঙ্কুলাইজার প্রয়োগ করে বেশ কয়েকটি কুকুরকে ধরার ব্যবস্থা করেছে।

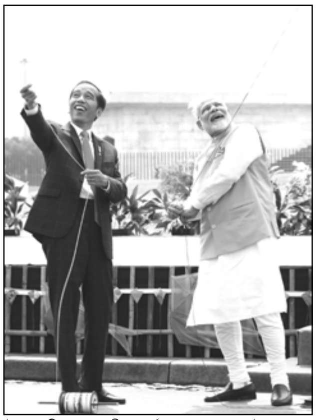

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার ন্যাশনাল মনুমেন্টে সে দেশের রাষ্ট্রপতি জোকোউইডোডোর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোয় ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কোলহাপুরে ফ্রিজ ফেটে একই পরিবারের ৭ জন গুরুতর জখম

কোলহাপুর, ৩০ মে: মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর জেলায় সিরোলিতে বুধবার সকালে রেফ্রিজারেটর ফেটে একই পরিবারের ৭ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। সম্ভবত শর্ট সার্কিটের কারণেই ফেটে যায় ফ্রিজটি। বুধবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। আহতের মধ্যে ২ মহিলা ও একটি শিশুও রয়েছে। আহতদের সকলকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোলহাপুর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ পরিবারের এক মহিলা ফ্রিজ খুলে জিনিস বের করছিলেন। সেই সময় আশপাশে একটি শিশুকন্যা সহ পরিবারের আরও ৫ সদস্য ছিল। হঠাৎই বিকট আওয়াজ করে ফ্রিজটি ফেটে যায়। তবে আগুন ধরেনি, কিন্তু ফ্রিজের বিভিন্ন অংশ ফেটে যাওয়ায় সেখানে থাকা ওই পরিবারের সদস্যদের গায়ে লাগায় আহত হন তাঁরা। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

জলহীন হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা, বিপাকে পর্যটকরা

সিমলা, ৩০ মে: দশকের পর দশক ধরে সারা দেশের মানুষের কাছে গ্রীষ্মের দাবদাহ এড়াতে পছন্দের শহর হয়ে ওঠে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা। কিন্তু সেই সিমলাই এখন প্রবল জলকষ্টে ভুগছে। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলার এই জলকষ্ট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা। হিমাচল প্রদেশের রাজধানীর জনপ্রিয় নাম হল 'পাহাড়ের রানি'। কিন্তু সেই পাহাড়ের রানি প্রবল জলকষ্টে ভুগতে থাকায় পর্যটকরা দূরে সরে যাচ্ছেন। অথচ প্রতি বছর গরমের দিনগুলিতে শহরের অস্বস্তিকর অবস্থা এড়াতে শত শত পর্যটক এখানেই আশ্রয় খোঁজেন।

গত কয়েকদিনে প্রবল জলকষ্ট শুরু হওয়ায় পর্যটকরা আক্ষরিক অর্থে সিমলা থেকে দূরে সরে থাকছেন। তবে স্থানীয় প্রশাসনের মতে, এই প্রথম নয়, বেশকিছু বছর ধরেই জলকষ্টে ভুগছে সিমলা। তবে গত কয়েকমাসে পরিস্থিতি আগের সব খারাপ অবস্থাকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশের পূর্বাঞ্চলে প্রায়শই বৃষ্টি হলেও প্রাক্-বর্ষার মরশুমে পাহাড়ে তেমন বৃষ্টি হয়নি। শীতের দিনগুলিতে বৃষ্টি তেমন ছিল না। ফলে তখন থেকেই জলে টান পড়তে শুরু করে।

স্থানীয় মিডিয়ার দাবি, সিমলার বাসিন্দারা আক্ষরিক অর্থেই বিপদে পড়েছেন। কারণ তাঁরা জল পাচ্ছেন না। আর যে জল পাচ্ছেন, তা মোটেই পরিষ্কার নয়। প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে, জলের হাহাকার শুরু হয়েছে সর্বত্র। তবে পর্যটকদের কথা ভেবে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ট্যাঙ্কারে করে জল আনা হচ্ছে। যদিও অভিজ্ঞদের মতে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। সিমলার মানুষ জলকষ্ট থেকে বাঁচতে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপে পর্যটকদের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছেন, 'অনুগ্রহ করে সিমলাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলতে দিন। এই পাহাড়ি শহরে প্রবল জলকষ্ট চলছে। যদি আপনারা সত্যিই সিমলাকে ভালবাসেন, তবে এখন এই শহরে আসা বন্ধ রাখুন।

স্থানীয় প্রশাসনেরও দাবি, প্রতি বছর মে ও জুন মাসে সিমলায় পর্যটকদের ঢল নামে। এর ফলে এই সময় জলের উপর চাপ পড়ে। তবে এ বছর সমস্যাটি অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় বিভিন্ন হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের বুকিং বাতিল করে দিয়েছেন। পর্যটকদের অসন্তোষ এড়াতে তারা টাকাও ফেরত দিচ্ছেন। কিন্তু জলের কারণে পর্যটকদের আসা বন্ধ হলেই সিমলার অর্থনীতি যে ধাক্কা খাবে তা বলতে শুরু করেছেন অনেকেই। মূলত মে এবং জুন মাসেই এই পাহাড়ি শহরে সমতলের প্রবল দাবদাহ এড়াতে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। কিন্তু জল সংকটের কারণে এবার তাঁরা আসতে পারছেন না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হোটেল ব্যবসা।

সিমলার লাগোয়া গ্রামে হোম স্টে চালান পঙ্কজ আহুজা। পঙ্কজেরও দাবি, জলের কারণে এবার পর্যটকরা আসছেন না। ট্যাঙ্কারে করে জল এনে মূল্যবান পর্যটকদের চাহিদা মেটানো হয়। কিন্তু এবার তাও হচ্ছে না। মে ও জুনমাস হোটেল ব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বছর জলের সংকট দেখা দেওয়ায় হোটেল ব্যবসাতেও কোপ পড়েছে। প্রশাসন মূলত ভিআইপিরা থাকেন যেসব জায়গায়, সেখানে ও পাঁচতারা হোটেলগুলিতেই জল সরবরাহ বজায় রাখতেই আগ্রহী। ফলে অসুবিধায় পড়েছে ছোট ও মাঝারি মাপের হোটেল এবং হোম স্টেগুলি। স্থানীয় মানুষকেও প্রতিদিন জল সংগ্রহের জন্য ট্যাঙ্কার আসার বহু আগে থেকেই লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। তাঁরা হা-পিত্যেশ করে রয়েছেন ট্যাঙ্কার এলে কখন তাদের জলের চাহিদা মিটবে। যদিও ট্যাঙ্কারও আসছে অনেক দেরিতে। সিমলার গ্রামগুলির অবস্থা আরও খারাপ। জল আনতে গ্রামের মানুষকে পাহাড় ভেঙে বহু দূরে যেতে হচ্ছে। পর্যটন শিল্প যখন হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন শহর, বিশেষ করে সিমলার মতো শহরকে ঘিরে প্রবলভাবে বেড়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় এমন জলকষ্টে ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষও। তাঁরাও মনে করেন জল সংকটকে প্রশাসনে এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ গ্রীষ্মের দিনগুলিতে বার বার এরকম জলকষ্ট দেখা দিলে পর্যটকরা পাহাড়ের রানির থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন আগামী দিনগুলিতে।

আগ্রায় ২ লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগ কেড়ে নিল বাঁদর

আগ্রা, ৩০ মে: উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহরে বাঁদরের অত্যাচার সর্বজনবিদিত। চলতি মাসের গোড়াতেই তাজমহল দর্শনে গিয়ে একদল পর্যটক বাঁদরের হাতে আক্রান্ত হন। এমনকি কয়েকজন গুরুতর আহতও হন। পরে তারা পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তাঁদের তরফে কোনওরকম প্ররোচনা না থাকা সত্ত্বেও বাঁদরগুলি বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালায়। এবার ঘটনাস্থল আগ্রা। সেখানে সম্প্রতি এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালায় বাঁদরেরা। ব্যাগটিতে ২ লক্ষ টাকা ছিল। বিজয় বনশাল নামে ওই ব্যক্তি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি ব্যাগ হাতে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁদরগুলি হঠাৎই হাজির হয়। তারপর তাঁর হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। হতভম্ব বনশাল স্থানীয় মানুষের পরামর্শে তাদের তাড়া করলে হাতের ব্যাগ থেকে পড়তে পড়তে যায় টাকা। তিনি মাত্র ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করতে পেরেছেন। এমনকি ওই বাঁদরেরা তাঁকে আক্রমণ করেন। বনশাল প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে জানিয়েছেন, বহু কষ্টে এই টাকা উপার্জন করেন তিনি। অথচ বাঁদরেরা তার সিংহভাগই নিয়ে পালাল। পুলিশ স্থানীয় মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও টাকা উদ্ধার হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, বাঁদরদের এভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কেউ বা কোনও গোষ্ঠী কাজে লাগাচ্ছে কি না। কারণ ইতিপূর্বে এভাবে টাকার ব্যাগ ছিনতাইয়ের কথা শোনা যায়নি।

রজনীকান্ত তুতিকোরিনে মৃত বিক্ষুব্ধদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেবেন

চেন্নাই/তুতিকোরিন, ৩০ মে: সিনেমা থেকে রাজনীতিতে আসা তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত তুতিকোরিনে স্টারলাইট কারখানায় নিরীহ বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলিচালনা নিয়ে আগেই প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এবার তিনি মৃতদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকা করে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। রজনীকান্ত তুতিকোরিনের জেনারেল হাসপাতালে এদিন পুলিশের গুলিতে আহতদের দেখতে যান।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় ৬০ জন আহত হন। তাদের মধ্যে অনেকেরই আঘাত গুরুতর। আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে, সুপারস্টারের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে। ডিএমকে এবং আর এক সুপারস্টার কমল হাসানের রাজনৈতিক দলও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ডিএমকে'র কার্যকরী সভাপতি এম কে স্ট্যালিন সহ দলের অন্য সদস্যরা গত ২২ মে নিরীহ মানুষের উপর পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে মঙ্গলবার বিধানসভায় আসেন। তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে সরকার প্রথমে বেদান্ত গোষ্ঠীকে সমর্থন জানালেও এখন চাপের মুখে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে তুতিকোরিনের বেদান্ত গোষ্ঠীর কপার প্ল্যান্টটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এরপরই তুতিকোরিনের জেলাশাসক সহ উচ্চপদস্থ অফিসাররা সেখানে গিয়ে কারখানার তামা গলানোর ইউনিটটি সিল করে দেন।

প্রসঙ্গত, এই তামা গলানোর কারখানাটি দীর্ঘদিন ধরে দূষণ ছড়াচ্ছে বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করে আসছেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে ১১ জনের মৃত্যু হয়। পরে আরও ২ জন মারা যান। প্রয়াত জয়ললিতা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই কপার প্ল্যান্টটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে তা ফের খোলার ব্যবস্থা করে এআইএডিএমকে সরকারই। কিন্তু ডিএমকে সহ বিরোধী দলগুলি আগাগোড়াই এর বিরোধিতা করে আসছে।

অবিরাম বৃষ্টিতে ভাসছে কর্নাটক

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে: আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে উপকূলবর্তী কর্নাটকের জেলাগুলি। আবহাওয়া দফতর বুধবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, কর্নাটক উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কর্নাটকের দক্ষিণের অন্তর্বর্তী অঞ্চল কেরল, লাক্ষাদ্বীপ,আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় অতি ভারী বর্ষণের কথাও শুনিয়েছে আবহাওয়া দফতর। যদিও রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে তাপপ্রবাহ চলবে। উত্তর প্রদেশে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হচ্ছে। আইএমডি এদিনও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কথা শুনিয়েছে। এছাড়া হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমেও বিচ্ছিন্নভাবে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সেইসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কথাও শুনিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে প্রবল বৃষ্টির কারণে কর্নাটকের উপকূলবর্তী অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপেও সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। সেখানেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রবল গরমে কর্নাটকে অবিরাম বৃষ্টি মানুষকে প্রথমে স্বস্তি এনে দিলেও এখন বিপাকে ফেলেছে। কারণ অবিরাম বৃষ্টিতে ভাসছে উপকূলবর্তী কর্নাটকের জেলাগুলি।

মাঝ আকাশে সেলফি তোলার অপরাধে ৪ পাইলটের শাস্তি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে: মাঝ আকাশে সেলফি তোলার অপরাধে জেট এয়ারওয়েজের ৪ পাইলটকে শাস্তিস্বরূপ গ্রাউন্ডে আনা হল। এদের মধ্যে একজন সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর লেভেলের কমান্ডারও রয়েছেন। বাকি তিনজন ট্রেনি পাইলট। গত ১৯ এপ্রিল লে থেকে লাদাখ যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। জেট এয়ারওয়েজের অন্তর্তদন্তে বিষয়টি সত্যি বলে প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তির মুখে পড়তে হল পাইলটদের। জানা গেছে, পাইলট শাহিল অরোরা তাঁর ফেসবুকের ছবিগুলি পোস্ট করেই বিপদ ডেকে আনেন। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ককপিটে এক বান্ধবীর সঙ্গে বসে আছেন তিনি। অথচ ককপিটে একমাত্র পাইলট ছাড়া আর কারোরই থাকার কথা নয়। এছাড়া যে ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, সেটি হল অরোরা এবং আর এক পাইলট ককপিটের জানলা থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ বের করে সেলফি তুলছেন। অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল বিমান চলাচলের সময় যে নির্দেশিকা স্থির করেছেন, এই পাইলটরা সেই নির্দেশিকা ভেঙেছেন বলে জানা গেছে। এই কারণেই শাস্তিস্বরূপ চার পাইলটকে গ্রাউন্ডে নামিয়ে আনা হল। তাঁদের অর্থদণ্ডও দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। পাইলটদের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

চণ্ডীগড়ে ৪৮ ঘণ্টা ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের অংশ হিসেবে বুধবার প্ল্যাকার্ড তুলে ধরে স্লোগান দিচ্ছেন ধর্মঘটি ব্যাঙ্ক কর্মীরা।

কর্মীদের মধ্যে নৈতিক বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে 'বিল্ডিং ট্রাস্ট' কর্মসূচি পালন ইন্ডিয়ান অয়েলের (ইস্টার্ন রিজিয়ন)

স্টাফ রিপোর্টার: ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বছরভর পালন করবে 'ইয়ার অফ ট্রাস্ট'। এজন্য ইন্ডিয়ান অয়েলের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা কর্মীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে। এর একটি হল 'ট্রেইন দ্য ট্রেনার্স' এবং অন্যটি হল 'ইয়ার অফ ট্রাস্ট'। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান অয়েলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (আঞ্চলিক পরিষেবা) অমিত কুমার বসু। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অফিস) দীপঙ্কর রায় ও মিস শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা অর্গানাইজেশন অফ বিহেভিয়ারের বিশিষ্ট অধ্যাপক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বারের ফুলব্রাইট স্কলার। ইন্ডিয়াল অয়েলের লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ (পূর্বাঞ্চলীয়) শাখা তাদের বিভিন্ন কাজের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ইন্ডিয়ান অয়েল ট্রাস্ট ড্রাইভে বিশ্বাসী। পরে ইন্ডিয়ান অয়েলের অফিসাররা এবং অধ্যাপক ব্যানার্জি ট্রেনিং সেশনের মধ্যে দিয়ে ট্রাস্ট মডেল কীভাবে বিকাশ সম্ভব তা দেখান। ইন্ডিয়ান অয়েলের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন লোকেশনের কর্মীদের মধ্যে এই মডেল অফ ট্রাস্টের বিকাশ ঘটাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে বলেও জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন ইডি (ডব্লুবিএসও) দীপঙ্কর রায় এবং আরএফ (ইডি) ইস্টার্ন রেল অমিত কুমার বসু। তাঁরা ইন্ডিয়ান অয়েলের যে আস্থার ভিত্তি তার উপর জোর দেন। ইন্ডিয়ান অয়েলের দীর্ঘ সুবিস্তৃত কেরিয়ারে যে আস্থার ভিত্তি, তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। দুই বক্তাই জানান, ইন্ডিয়ান অয়েল গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে কীভাবে কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভিত্তিটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

'ট্রেইন দ্য ট্রেনার' নোডাল ট্রেনিং সেন্টার কনফারেন্স কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন ইন্ডিয়ান অয়েলের পূর্বাঞ্চলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (এইচ আর) এ সি ঘোষ।